TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০১০

তথ্যের অধিকার ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চার দাবি গণমাধ্যম কর্মীদের

ঢাকা, ২৪ অক্টোবর ২০১০ রবিবার: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর ২০১০ সালের দুর্নীতি বিষয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এবারের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় দ্যা ডেইলী স্টার এর স্টাফ রিপোর্টার এমরান হোসাইন, খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক অনির্বান এর রিপোর্টার মুহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং এনটিভিতে প্রচারিত প্রতিবেদনের জন্য মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুলতানা রহমান পুরস্কৃত হয়েছেন। আলোচনা পর্বে বক্তারা গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চার পথ সুগম করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

মহাখালীস্থ ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। তিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় বিজয়ী প্রত্যেকের হাতে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও ষাট হাজার টাকার চেক তুলে দেন। টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে তথ্যের অধিকার ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ে মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দৈনিক প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. গীতিআরা নাসরিন, সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, বিভিন্ন গণমাধ্যম ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিজয়ী সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানিয়ে ড. গওহর রিজভী বলেন, বাক্ স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য জরুরি, তবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ অধিকারের কিছু দায়িত্ব ও জবাবদিহিতাও রয়েছে। বাক্ স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে সাংবাদিকদের একটি অধিকার। এ অধিকারের অর্থ হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা যা জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করবে।

মূল বক্তব্যে মতিউর রহমান বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়ে সাংবাদিকদের কাজ করে যেতে হবে, সাহসিকতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে জনগণের সামনে সত্য উন্মোচন করতে হবে। সংবাদপত্রকে অবশ্যই স্বাধীন ও নির্দলীয়ভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তিতে সমাজের সব স্তরের মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমন্বিতভাবে উদ্যোগী হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২০০৯ সালের ১১ নভেম্বর প্রকাশিত দ্যা ডেইলী স্টার এর এমরান হোসাইন রচিত প্রতিবেদন 'জাসটিস ডিলেইড, জাসটিস ডিনাইড'-এ বিষাক্ত ওষুধ সেবনে প্রায় ২০০০ শিশুমৃত্যুর বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হয়। তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ওষুধ কোম্পানীগুলোর বিরদ্ধে মামলা হলেও বিচার বিভাগের নানা অনিয়ম, দুর্নীতি আর দীর্ঘসূত্রতার কারণে প্রায় ষোল বছর ধরে অপরাধীরা বিচারের বাইরে থেকে গেছে । সেইসব অনিয়ম আর দুর্নীতির নানা চিত্র উঠে এসেছে এ প্রতিবেদনে।

মুহাম্মদ নুরুজ্জামান এর প্রতিবেদন 'খুলনায় অবৈধ পাঠ্য বইয়ের কারবার' ২০০৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে খুলনার দৈনিক অনির্বান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে তিনি খুলনায় নিষিদ্ধ নোট/গাইড বইসহ নানা অবৈধ পুস্তক ব্যবসায়ীদের তৎপরতার চিত্র তুলে ধরেন। তার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৯৮০ সালে সরকার ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড বই নিষিদ্ধ করলেও খুলনার অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীরা এ ধরনের বই প্রকাশ করে প্রতিবছর অবৈধ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এলাকায় পাঠ্য বই পাওয়া না গেলেও নোট বই পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র। এই অবৈধ কাজের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকরা জড়িয়ে পড়ায় শিক্ষার মান হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

এনটিভিতে প্রচারিত 'ওষুধে অসুখ' শিরোনামের প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছেন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের অনুসন্ধানী সংবাদ সেলের বিশেষ প্রতিনিধি সুলতানা রহমান। জীবন রক্ষাকারী ওষুধ প্রস্তুতে চলছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। অবৈধ কেমিক্যাল আর নোংরা পরিবেশে তৈরী এ ওষুধগুলো তাই প্রায়ই জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের চোখের সামনে অথবা গোপনে অনেক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের ৫ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত এনটিভিতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদনটি প্রচারিত হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পেশাদারী উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর টিআইবি এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এবার প্রিন্ট মিডিয়ায় জাতীয় ক্যাটাগরীতে ২১টি, আঞ্চলিক ক্যাটাগরীতে ৯টি এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ৭ টিসহ মোট ৩৭টি প্রতিবেদন জমা পড়ে। প্রতিবেদনগুলো মূল্যায়নের জন্য চার সদস্যের বিচারকমন্ডলীতে ছিলেন বৈশাখী টেলিভিশনের সিইও এবং প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল, কলামিস্ট ও সাংবাদিক মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড.আসিফ নজরুল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. গীতি আরা নাসরিন।

গণমাধ্যম যোগাযোগ
রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক, আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
০১৭১৩ ০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org